মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

# মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ২২ | বর্ষঃ দ্বিতীয় | অক্টোবর ২০০৬

## গাজীপুরে মাদক উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা উপ-অঞ্চলের গাজীপুর সার্কেল গত ১৫ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখ কালিগঞ্জ থানাধীন রাংগামাটিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২১ লিটার চোলাইমদ ও ১২০০ লিটার জাওয়া (চোলাইমদ তৈরীর উপকরণ) সহ রুমা গোমেজ (৩৭), নিপু গোমেজ (৩৮) এবং কামেল পন্ডা (৪৮) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তাছাড়া গত ৫ অক্টোবর তারিখে গাজীপুর সার্কেল টংগী থানার বড় দেওরা থেকে ৭২ বোতল ফেন্সিডিলসহ নূরজাহান বেগম ওরফে শারমিন (৪২) এবং টংগী থানাধীন পূর্ব আদাবর থেকে ২ লিটার চোলাইমদসহ মজিবুর রহমান (৪৫) কে গ্রেফতার করে। আসামীরা দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ মদ তৈরী ও কেনাবেচার কাজে জড়িত ছিল বলে জানা যায়। তাদের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

## নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ সেপ্টেম্বর/০৬ মাসে মোট ৪৯৯ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। সেপ্টেম্বর/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ১৯ টি।
২. মাইকিং- ১৬ টি।
৩. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ৩ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪০০ টি।
৫. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী- ২ টি।
৬. অপারেশনকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ২৮ টি।
৭. বেসরকারী সংস্থা(এনজিও) ভিত্তিক কার্যক্রম- ৪ টি।
৮. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ২৩টি।
৯. অন্যান্য কর্মসূচী- ৪ টি।

## নরসিংদীতে গাঁজা, হেরোইন ও চোলাইমদ উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা উপ-অঞ্চলের নরসিংদী সার্কেল গত ৯ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখে বেলাবো থানাধীন লামাপাড়া থেকে ৮ লিটার চোলাইমদ উদ্ধার করে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে চাকাতুর রবি দাশের (পলাতক) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। একই দিন নরসিংদী সদর থানাধীন পাঁচদোনা থেকে ১০ লিটার চোলাইমদ ও ১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ইকবাল হোসেন(২৫) কে গ্রেফতার করা হয় এবং মোঃ আবু তালেব (পলাতক) ও ইকবাল হোসেনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নরসিংদী সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। তাছাড়া গত ১৬ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখে নরসিংদীর বেলাবো থানাধীন নারায়নপুর থেকে ২ (দুই) কেজি গাঁজাসহ সবুজ মিয়া (২৫), সোলেমান (৩৫) নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। একই দিন রায়পুরা থানাধীন চরকুলাদি ও বটিয়ারা থেকে ৮ গ্রাম হেরোইন আবু তালেব(৬০) ও দুলাল মিয়া (২৫) নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে।

## মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

সেপ্টেম্বর/০৬ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪৮৮ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ১৭৭ জন এবং বহিঃ বিভাগে ৩১১ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। সেপ্টেম্বর/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

| কেন্দ্রের নাম | অন্তঃ বিভাগ | বহিঃ বিভাগ | মোট | নতুন | পুরাতন |
|---|---|---|---|---|---|
| কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা | ৪৭ | ১৩১ | ১৭৮ | ৮৬ | ৯২ |
| মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম | ২ | - | ২ | ২ | - |
| মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা | - | - | - | - | - |
| মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী | - | - | - | - | - |
| কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর | ৬ | ১১৮ | ১২৪ | ৭৪ | ৫০ |
| কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী | ৬৫ | ৩০ | ৯৫ | ৪২ | ৫৩ |
| কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা | ৫৭ | ৩২ | ৮৯ | ৩১ | ৫৮ |
| মোট | ১৭৭ | ৩১১ | ৪৮৮ | ২৩৫ | ২৫৩ |

*সম্পাদকের কথা*

# গণসচেতনতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর

বর্তমান বিশ্বে মানব জাতি এক মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন। আর তা হচ্ছে "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার জনিত সমস্যা"। মাদকাসক্তি শুধু আসক্ত ব্যক্তির জীবনটাকেই পংগু করে দেয় না, সংগে সংগে তার পরিবার তথা গোটা সমাজই হয়ে পড়ে ব্যাধিগ্রস্থ। শুধু আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যা নিযন্ত্রণ সম্ভব নয়, পাশাপাশি ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির দ্বারা নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা অপরিহার্য। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিরোধ কর্মসূচীর পাশাপাশি মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাসের জন্য বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চারটি শাখা রয়েছে। এর একটি হলো নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা। এ শাখা হতেই গণসচেতনতা, সতর্কতা, উপদেশ ইত্যাদি বিষয়ের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখার তত্ত্বাবধানে অধিদপ্তরের দেশব্যাপী ২৫ টি উপ-অঞ্চল ১০৮ টি সার্কেলের মাধ্যমে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী মাদকবিরোধী প্রচারণা, সেমিনার, সভা আয়োজন এ কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য দিক। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এ কর্মকান্ডকে আরও নিবিড়ভাবে প্রসারিত করতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকারের পোস্টার, স্টিকার, ব্যানার, ফেস্টুন, হ্যান্ডবিল, লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং, সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে গণসচেতনতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলে। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ মাদকসেবীরা নিতান্ত কৌতূহলের কারণে অসৎ বন্ধু-বান্ধবদের প্ররোচণায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারেনা মাদকাসক্তির পরিণতি কত করুণ। মাদকাসক্তির কারণে একজন মানুষ শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সামাজিকভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জরিপে আর একটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকের ভয়াল থাবা থেকে একসময় সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু সুস্থ জীবনে ফিরে আসার পথ তার জানা না থাকায় ভোগান্তির স্বীকার হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিয়মিত চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে। সরকারী ভাবে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও মাদকাসক্তদের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান ও পুর্নবাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের বিষয়েও জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। তাছাড়া মাদকাসক্তদের একটা বিরাট অংশ হলো তরুণ সমাজ। তরুণ সমাজকে মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষা করতে হলে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন যাতে সফল হয় সেজন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব মাদকমুক্ত সুস্থ, সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

## মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক সেপ্টেম্বর/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

| ক্র/নং | উপ-অঞ্চলের নাম | দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | আসামীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল | ৬৩ | ৬৩ |
| ২ | ঢাকা উপ-অঞ্চল | ৪৪ | ৫৬ |
| ৩ | ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল | ৩১ | ৩২ |
| ৪ | ফরিদপুর উপ-অঞ্চল | ১৮ | ১৯ |
| ৫ | টাংগাইল উপ-অঞ্চল | ১২ | ১২ |
| ৬ | জামালপুর উপ-অঞ্চল | ৮ | ৯ |
| ৭ | চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল | ৪৩ | ৫৯ |
| ৮ | চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল | ১১ | ৮ |
| ৯ | সিলেট উপ-অঞ্চল | ৪১ | ৩০ |
| ১০ | নোয়াখালী উপ-অঞ্চল | ১২ | ১৬ |
| ১১ | কুমিল্লা উপ-অঞ্চল | ২৩ | ২৪ |
| ১২ | কক্সবাজার উপ-অঞ্চল | ৬ | ৪ |
| ১৩ | রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল | ৩ | ১ |
| ১৪ | খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল | | - |
| ১৫ | বান্দরবান উপ-অঞ্চল | ১ | - |
| ১৬ | খুলনা উপ-অঞ্চল | ২৮ | ৩৩ |
| ১৭ | যশোর উপ-অঞ্চল | ৩৫ | ৪২ |
| ১৮ | কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল | ১৩ | ১৪ |
| ১৯ | বরিশাল উপ-অঞ্চল | ৩ | ১ |
| ২০ | পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল | ১ | ১ |
| ২১ | রাজশাহী উপ-অঞ্চল | ৫৮ | ৭১ |
| ২২ | পাবনা উপ-অঞ্চল | ২৩ | ২৮ |
| ২৩ | বগুড়া উপ-অঞ্চল | ১৮ | ১৯ |
| ২৪ | রংপুর উপ-অঞ্চল | ৩৯ | ৪৫ |
| ২৫ | দিনাজপুর উপ-অঞ্চল | ২১ | ২৭ |
| ২৬ | ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল | ১২ | ১২ |
| ২৭ | রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল | ৬ | ৬ |
| ২৮ | চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল | ৯ | ৯ |
| ২৯ | খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল | ১ | - |
| | সর্বমোটঃ | ৫৮৭ | ৬৪১ |

# প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসরস এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

| প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম | আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ | জুলাই/০৬ হতে সেপ্টেম্বর/০৬ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ | সেপ্টেম্বর/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| টলুইন | ৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন | ৪৬০.১১ মেঃ টন | ১০০.২৪ মেঃ টন |
| এসিটিক এনহাইড্রাইড | ১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন | ৩৬ মেঃ টন | ১৮ মেঃ টন |
| এসিটোন | ৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন | ১৮৬.৪৮ মেঃ টন | ১২৮ মেঃ টন |
| মিথাইল ইথাইল কিটোন | ৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন | ২৯.৫৩৭ মেঃ টন | --- |
| পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট | ১,৭৫৭ মেঃ টন | ৩৫ মেঃ টন | --- |

# মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

সেপ্টেম্বর/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। সেপ্টেম্বর/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৫৮৭ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৪১ জন। অধিদপ্তরের সেপ্টেম্বর/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

| মাদকদ্রব্যের নাম | মামলার সংখ্যা | আসামীর সংখ্যা | মাদকদ্রব্যের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| হেরোইন | ১২৮ | ১৬৪ | ০.৫৬২ কেজি |
| গাঁজা | ১৬৪ | ১৭৬ | ৮৭.৬৭ কেজি |
| গাঁজা গাছ | ৪ | ৩ | ৫৪ টি |
| অবৈধ চোলাই মদ | ১৬৫ | ১৪৯ | ১৬৫৩ লিটার |
| বিদেশী মদ | ৩ | ৩ | ১০.৯৯৫ লিটার |
| বিদেশী মদ | ৭ | ৫ | ৫৯১ বোতল |
| রেক্টিফাইড স্পিরিট | ১১ | ১০ | ৬৬ লিটার |
| ডিনেচার্ড স্পিরিট | ৩ | ৩ | ২২৭.৫ লিটার |
| ফেন্সিডিল | ৮৭ | ১১৪ | ২০৫০ বোতল |
| ফেন্সিডিল | | | ১০ লিটার |
| তাড়ী(টোডি) | ২ | ২ | ১৩০ লিটার |
| টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন | ৩ | ৩ | ২০ এ্যাম্পুল |
| জাওয়া | ২ | ২ | ১০৬৭২ লিটার |
| বনোজেসিক ইঞ্জেকশন | ৪ | ৪ | ৪৬ এ্যাম্পুল |
| মুলি | ২ | | ১৪০০ পিচ |
| ইয়াবা টেবলেট | ২ | ৩ | ২৭৭ টি |
| নগদ অর্থ | | | ১০৩০০ টাকা |
| সিএনজি | | | ১ টি |
| মোবাইল সেট | | | ৩ টি |
| মোট | ৫৮৭ | ৬৪১ | |

# রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগওয়ারী ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সাথে ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

| ক্র/নং | বিভাগের নাম | সেপ্টেম্বর/০৫ | সেপ্টেম্বর/০৬ |
|---|---|---|---|
| ১। | ঢাকা বিভাগ | ৪৩,০৫,৮৫৯ | ৩৪,৯৮,৬৭৬ |
| ২। | চট্টগ্রাম বিভাগ | ৫৪,৩৬,৪৪১ | ৫৮,০৭,৫৭১ |
| ৩। | খুলনা বিভাগ | ১,৫৩,৩৯,১৯৮ | ১,৬১,৪৮,৪০০ |
| ৪। | রাজশাহী বিভাগ | ৩৪,৮১,৭২৮ | ৩৯,০৬,০১৯ |
| | মোট | ২,৮৫,৬৩,২২৬ | ২,৯৩,৬০,৬৬৬ |

# আইন-আদালত

সেপ্টেম্বর/০৬ মাসে মোট ২৭৩ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৬৯ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১০৪ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যাা ১৮৬ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১১৭ জন। সেপ্টেম্বর/০৬ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩১৯৯৩ টি। উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

| ক্রঃ নং | উপ-অঞ্চলের নাম | সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা | সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা | সেপ্টেম্বর/ ০৬ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল | ৭৮ | ৮৮ | ৪৫২৮ |
| ২ | ঢাকা উপ-অঞ্চল | ১১ | ১৩ | ৩০১৭ |
| ৩ | ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল | ১ | ১ | ২১৪৮ |
| ৪ | ফরিদপুর উপ-অঞ্চল | ২ | ২ | ৫০৩ |
| ৫ | টাংগাইল উপ-অঞ্চল | ১ | ১ | ৫০৬ |
| ৬ | জামালপুর উপ-অঞ্চল | ৪ | ৪ | ৪২৯ |
| ৭ | ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল | - | - | - |
| ৮ | চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল | ৩ | ৩ | ২৫৭২ |
| ৯ | চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল | ১ | ১ | ৮২০ |
| ১০ | নোয়াখালী উপ-অঞ্চল | ৩ | ৪ | ৪৭১ |
| ১১ | কুমিল্লা উপ-অঞ্চল | - | - | ১৬২৯ |
| ১২ | কক্সবাজার উপ-অঞ্চল | - | - | ৫২৪ |
| ১৩ | রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল | - | - | ১৩৬ |
| ১৪ | খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল | - | - | ৬ |
| ১৫ | বান্দরবান উপ-অঞ্চল | - | - | ৫৬ |
| ১৬ | চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল | ১ | ১ | ৩৯২ |
| ১৭ | সিলেট উপ-অঞ্চল | ৫ | ৫ | ২১৬৩ |
| ১৮ | খুলনা উপ-অঞ্চল | ৭ | ৮ | ৭২৭ |
| ১৯ | যশোর উপ-অঞ্চল | ১১ | ১২ | ১০৬৬ |
| ২০ | কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল | ৩ | ৩ | ৬৩৩ |
| ২১ | খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল | - | - | ১০৫ |
| ২২ | বরিশাল উপ-অঞ্চল | ৫ | ৫ | ২৫০ |
| ২৩ | পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল | - | - | ৭৬ |
| ২৪ | রাজশাহী উপ-অঞ্চল | ২ | ২ | ৩৪১০ |
| ২৫ | পাবনা উপ-অঞ্চল | ৬ | ৬ | ১৪২৯ |
| ২৬ | বগুড়া উপ-অঞ্চল | ৭ | ৭ | ১১৮৪ |
| ২৭ | রংপুর উপ-অঞ্চল | ৭ | ৮ | ১৬৪৩ |
| ২৮ | দিনাজপুর উপ-অঞ্চল | ৮ | ৯ | ১২৭১ |
| ২৯ | রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল | ৩ | ৩ | ২৯৯ |
| | সর্বমোটঃ | ১৬৯ | ১৮৬ | ৩১৯৯৩ |

# মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পুরস্কার বিতরণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের উদ্যোগে আঞ্চলিক কার্যালয় পাঁচলাইশে চট্টগ্রাম অঞ্চলাধীন চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল, চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতিতে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, অবৈধ পাচার বিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম ও ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতা স্বরূপ ২০০৫ সনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চল ভিত্তিক পুরস্কার, সনদ বিতরণ ও একটি আলোচনা সভা গত ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক খবির উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের উপ-পরিচালক মোঃ কাজী শফিউল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সুপার জনাব আইউব আলী মিয়া। তিনি স্বাগত বক্তব্যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মামলা উৎঘাটনে আইন বিষয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জাতীয় ও অঞ্চল ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পরিদর্শক হিসেবে নির্বাচিত চট্টগ্রাম মেটোঃ উপ-অঞ্চলের ডবলমুরিং সার্কেল পরিদর্শক জনাব ওসমান কবির বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ন্যায় সকল উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযানে তৎপর ও ২০০৫ সনের ন্যায় ২০০৬ সনেও পুরস্কার প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহবান জানান। সভাপতি মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান অনুষ্ঠানে মাদক বিরোধী অভিযান ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাশেষে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোড়দার করার লক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণ করছেন অতিরিক্ত পরিচালক জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ

# রাজশাহীতে হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী উপ-অঞ্চলের নাটোর সার্কেলের একটি বিশেষ দল গত ১২ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখে ৮০০ গ্রাম হেরোইনসহ দুইজনকে গ্রেফতার করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে উক্ত টিম নাটোরের বিশ্বরোডস্থ নারায়ন পাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৮০০ (আটশত) গ্রাম হেরোইনসহ আঃ জব্বার (১৮) এবং কবির হোসেন (১৮) নামে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। হেরোইন পাচারের অভিযোগে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

# শোক সংবাদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব মোঃ এনামুল হক মিয়া গত ৩ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখ রাত ৯.০০ ঘটিকায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মরহুম জনাব মোঃ এনামুল হক মিয়া ১২ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখ মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ তারিখ ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলে সিপাই পদে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। দীর্ঘ ১০ (দশ) বৎসর চাকুরী জীবনে তিনি অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। তার অকাল মৃত্যুতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। গত ৪ অক্টোবর তারিখ বাদ জোহর মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ দোয়া করা হয়।

# রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। সেপ্টেম্বর/০৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

| নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা | মামলা সংখ্যা | রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ | | | পেন্ডিং |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পজিটিভ | নেগেটিভ | মোট | |
| মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর | ৪৫২ | ৪৫০ | ১ | ৪৫১ | ১ |
| পুলিশ | ৫৭৫ | ৫৭১ | ৩ | ৫৭৪ | ১ |
| বিডিআর | ১ | - | ১ | ১ | - |
| র‍্যাব | ৩ | ২ | ১ | ৩ | - |

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।